BL College Journal
Crossref
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg1
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 07-13

রাজশেখর বসুর পরিভাষা ভাবনা

ড. বিপ্লব দত্ত

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে পরিভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা অর্থে যা বুঝি পরিভাষা তা নয়, পরিভাষা বলতে বিশেষ কিছু শব্দসমূহকে বুঝি। ভাষা বদলে গেলে পরিভাষিক শব্দগুলিকে সেই নির্দিষ্ট ভাষায় বদলে ফেলা সবসময় সম্ভব হয় না। তাই পরিভাষা নির্মাণ যে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন এমনটিও নয়। আমরা পরিভাষা ঋণ নিতে পারি, যেমন, আইন-আদালত ইত্যাদি শব্দগুলি আমরা ঋণ হিসেবে অনেকদিনই গ্রহণ করে নিয়েছি। যে ক্ষেত্রে পরিভাষা ঋণ করে কাজ চালাতে গিয়ে বুঝি যে আমাদের ভাষাতেও একটি শব্দ দরকার তখন আমরা সম-অর্থবোধক নতুন শব্দ বেছে বা তৈরি করে নিই। পরিভাষা চর্চার ইতিহাস বেশ পুরানো। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ২ বর্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে পরিভাষা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরাও পরিভাষাচর্চা করেছেন। পরিভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যে নামটি অত্যন্ত বেশি প্রাসঙ্গিক তিনি রাজশেখর বসু। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানের শেষে ৩০৭৮ টি পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি পরিভাষা সমিতির সুপারিশ থেকে পছন্দমতো পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও রাজশেখর পরিভাষা নিয়ে নানা সময়ে নানা বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হলো 'বাংলা পরিভাষা' ও 'সরকারী পরিভাষা'। এগুলি থেকেই তাঁর পরিভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। পরিভাষা সংক্রান্ত তাঁর নানা ভাবনা-চিন্তার পর্যালোচনাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ড. বিপ্লব দত্ত
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ডেবরা থানা শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail : biplab38@gmail.com

মূলশব্দ

পরিভাষা, রাজশেখর বসু, চলন্তিকা অভিধান, বাংলা পরিভাষা, সরকারী পরিভাষা, সাংস্কৃতিক ঋণ, পরিকল্পনা

ভূমিকা

'পরি' একটি উপসর্গ আর তার সঙ্গে 'ভাষা' যুক্ত করে 'পরিভাষা'[১] শব্দ তৈরি করা হয়েছে। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানে পরিভাষা বলতে বোঝানো হয়েছে 'বিশেষ অর্থবোধক শব্দ'। বিশেষ অর্থবোধক শব্দের প্রয়োজন হয় তখনই যখন সেই বিশেষ অর্থটা আমাদের জানা থাকে। সাধারণ জীবনে খুব বেশি বিশেষ অর্থবোধক শব্দের প্রয়োজন না হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এর প্রয়োজন আছে। কোনো একটি 'পরিভাষা' সম্পর্কে আমরা অবহিত হলে, তার পরিবর্তে কোনো শব্দ আমাদের নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে আছে কী না সেটা আগে দেখা হয়। একটি বিষয় আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার যে 'উপভাষা', 'সমাজভাষা'র মতো পরিভাষা পৃথক কোনো ভাষা নয়, তা হল ভাষার অন্তর্গত বিশেষ কিছু শব্দসমূহ।[২] ইংরেজিতে 'Term' ও 'Terminology'-র মধ্যে পার্থক্য আছে; প্রথমটির অর্থ হল 'শব্দ' এবং পরেরটির অর্থ হল 'পদ্ধতি'। যেমন, এম এইচ আব্রামস-এর একটি বই-এর নাম A Glossary of Literary Terms।

পরিভাষা নির্মাণ যে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন এমনও নয়। আমরা পরিভাষা ঋণ নিতে পারি, যেমন আইন-আদালত ইত্যাদি শব্দগুলি আমরা ঋণ হিসেবে অনেকদিনই গ্রহণ করে নিয়েছি। এগুলো সাধারণত সরকারি কাজের প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ মানুষজনও এই সব পরিভাষাগুলি সম্পর্কে অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল থাকে। যে ক্ষেত্রে পরিভাষা ঋণ করে কাজ চালাতে গিয়ে বুঝি যে আমাদের ভাষাতেও একটি শব্দ দরকার তখন আমরা সমার্থবোধক নতুন শব্দ বেছে বা তৈরি করে নিই। কিন্তু পরিভাষা তৈরি করে নিলেই যে মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে এমনটি নয়। যেমন, নাইট্রোজেন- কে 'নেত্রজল' বা অ্যাসিটিলিন-কে 'অসিতীলিন' বলার চেষ্টা হয়েছিল, কালের নিয়মে তা টেকেনি। আবার ক্লাসিক শব্দটি প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিভাষা করেছিলেন 'ধ্রুপদ'। 'ধ্রুপদ' শব্দটিও কিন্তু প্রচলিত। অন্যদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'দ্বন্দ্ব সমাস' শব্দটিকে বিদেশী ভাষাতাত্ত্বিকরা 'Compound' করে নিয়েছেন। এরকম বহু সংস্কৃত শব্দ বিদেশীরাও গ্রহণ করেছেন পরিভাষা হিসেবে অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা পরিভাষা ছাড়া চলতে পারে না।

আমরা ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার সংস্পর্শে এসে যখন নতুন নতুন ভাব বা বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হই, যেগুলির জন্য নির্দিষ্ট শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে অনেকক্ষেত্রে থাকে না। সাধারণ মানুষ সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে বিদেশি শব্দটিকেই অনেকসময় আপন করে নেয় বা উচ্চারণের অসুবিধা হলে সেটির ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। যেমন, 'গ্লাস' হয়ে যায় 'গেলাস' বা 'হসপিটাল' হয়ে যায় 'হাসপাতাল'। পবিত্র সরকার[৩] (২০১৩: ২২৮) বলেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রচুর উপাদান-উপকরণ গ্রহণ করেছি। এগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক ঋণ। এই ঋণ প্রধানত তিন ধরনের: বস্তুগত (material) প্রাতিষ্ঠানিক[৪] (institutional) ও ভাবগত (identical)"। বস্তুগত বলতে তিনি দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নানা উপাদান যেমন চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বলতে বুঝিয়েছেন

---

১ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ শবদটির যে বুৎপত্তি দেওয়া আছে তা হল– পরি+√ভাষ্+অ+ভা+স্ত্রী আ

২ ভাষা-চিন্তক পলাশ বরন পাল-এর ব্যবহৃত 'পরিশব্দ'– শব্দটি গ্রহণ করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

৩ সরকার, পবিত্র, "চমস্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান", ২০১৩ (পৃষ্ঠা-২২৮) গ্রন্থে 'পরিভাষা-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্র পরিভাষা' অধ্যায়ে পরিভাষা প্রসঙ্গে বহু সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন।

৪ এই পরিভাষাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর দেওয়া।

শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়, যেমন, কলেজ, স্কুল, পার্লামেন্ট ইত্যাদি। ভাবগত বলতে বুঝিয়েছেন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি নানা বিষয়। উনিশ শতক থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরে ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিদেশি শিক্ষাদানের পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে বাঙালি খুব তাড়াতাড়িই ইংরেজদের ভাবধারার সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। উচ্চশিক্ষায় মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালু হলেও স্কুল স্তরে বাংলা মাধ্যমই চালু ছিল। নিম্নপ্রাইমারি স্তরের প্রয়োজনে প্রচুর পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন হয়েছিল তাই বাংলায় বিদেশি পরিভাষাগুলিকে গ্রহণ বা নতুন করে বাংলায় রূপান্তর ঘটানো শুরু হয়েছিল।

পরিভাষা চর্চার ইতিহাস বেশ পুরানো। ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৭ সালে "Scheme for the Rendering of European Terms into the Vernaculars of India"[৫] নামে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন যেখানে তিনি পরিভাষা নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরকম আরও একটি পরিকল্পনার কথা জানা যায়। বি এন শীল ১৯৩৯ সালে "Note on the Question of a Uniform Scientific Terminology for India" নামে একটি নীতি প্রণয়ন করেছিলেন যেটি ১৯৪১ সালে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'[৬]র ২ বর্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে পরিভাষা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পরিভাষাচর্চা করেছেন। পরিভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যে নামটি অত্যন্ত বেশি প্রাসঙ্গিক তিনি রাজশেখর বসু।

পরিভাষা চর্চার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল বিদ্যাশিক্ষা চর্চার প্রয়োজনেই। সূচনাকালেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, আলোকবিজ্ঞানের পরিভাষা, গণিতের পরিভাষা, ভৌগলিক পরিভাষা ইত্যাদি এই নামে অসংখ্য প্রবন্ধ[৭] প্রকাশিত হয়েছিল। পরিভাষা নির্মাণের স্বাধীনতা লেখকদের আছে কিন্তু একটি বিষয়ের একাধিক পরিভাষা থাকাও সমস্যার। Culture-এর বাংলা পরিভাষা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করেছেন 'সংস্কৃতি' আবার রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'কৃষ্টি'। অনেক সময় এক্ষেত্রে কোনো একটি পরিভাষা সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক একটি পরিভাষা 'Phoneme' যাকে কোনো তাত্ত্বিক বলেছেন 'মূলধ্বনি' আবার কেউ বলেছেন 'স্বনিম'। পরিভাষা বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার জন্য ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন রাজশেখর বসু। এছাড়াও যারা সরাসরি পরিভাষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন, প্রমথনাথ বিশী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ।

রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানের[৮] শেষে ৩০৭৮টি পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি পরিভাষা সমিতির সুপারিশ থেকে পছন্দমতো পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। ফাল্গুন ১৩৫৮ সংস্করণের ভূমিকায়

৫ এই পরিকল্পনাটির কথা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "ভারতীয় পরিভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি তাঁর "সাংস্কৃতিকী" গ্রন্থে সংকলিত।

৬ এর বিস্তারিত সূচিপত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "পরিষৎ-পরিচয়" গ্রন্থে আছে। আগ্রহীরা চাইলে দেখে নিতে পারেন।

৭ আজাদ, হুমায়ুন ২০০১, 'বাংলা ভাষা' (২য় খণ্ড) পৃ. ৪২৭–৫২৯।

৮ 'চলন্তিকা' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সাল। ১৯৩৪ সালে পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়। তাঁর এই বক্তব্য বলে দেয় যে পরিভাষা পরিশিষ্টে যুক্ত করেছিলেন ১৯৩৪-এর পরে।

তিনি বলেছেন “পরিশিষ্টে যে পারিভাষিক শব্দাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহার ‘পাটীগণিত’ হইতে ‘মনোবিদ্যা’ বিষয়ক অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন হইতে উদ্ধৃত। ‘সরকারী কার্য’ বিষয়ক অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংকলন হইতে উদ্ধৃত”। যে পরিভাষাগুলো তিনি তালিকাবদ্ধ করেছেন হয়তো তার একটি অংশ তাঁর নিজেরই তৈরি করা, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের কথা স্মরণে রেখে এটুকু অনুমান করে নেওয়াই যায়। তাছাড়া তিনিই পরিভাষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। চলন্তিকা'র শেষে তাঁর পছন্দের যে পরিভাষাগুলো দিয়েছেন সেগুলোর বিষয়ভেদে আলাদা তালিকা করেছেন। তালিকাগুলির শিরোনাম[৯] ও অন্তর্ভুক্ত পরিভাষার সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো:

১) পাটীগণিত — Arithmetic, exRMwYZ— Algebra (১৩৯ টি)

২) জ্যামিতিড় Geometry, KwbK— Conics, ত্রিকোণমিতি— Trigonometry (১৪১টি)

৩) বলবিদ্যা—Mechanics (৭০টি)

৪) পদার্থবিদ্যা— Physics (১৮৯ টি)

৫) রসায়ন— Chemistry (২৭৮ টি)

৬) জ্যোতিষ—Astronomy (১১৫ টি)

৭) ভূগোল— Geography, ভূবিদ্যা—Geology (১৭২ টি)

৮) জীববিদ্যা—Biology (১২১ টি)

৮) উদ্ভিদ্বিদ্যা—Botany (১০০ টি)

৯) প্রাণিবিদ্যা— Zoology (১২১ টি)

১০) শারীরবৃত্ত— Physiology, স্বাস্থ্যবিদ্যা— Hygiene (২৩৫ টি)

১১) অর্থবিদ্যা— Economics (২৭২ টি)

১২) মনোবিদ্যা—Psychology, দর্শন— Philosophy, wewea— Miscellaneous (৫১০ টি)

১৩) সরকারী কার্য— Public Services (৬১৫ টি)

এছাড়াও রাজশেখর পরিভাষা নিয়ে নানা সময়ে নানা বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হলো, ‘বাংলা পরিভাষা’ ও ‘সরকারী পরিভাষা’। এগুলি থেকেই তাঁর পরিভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পরিভাষা সমিতির সক্রিয় সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে তালিকা তৈরি হয়েছে সেখানে এটা দাবি করা অর্থহীন যে সব কৃতিত্ব রাজশেখরের। তাই আমরা এখানে পরিভাষার তালিকার পাশাপাশি দেখব পরিভাষা নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর অভিমত কী। তাতে আমরা বুঝতে পারবো তিনি পরিভাষা

৯ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পরিভাষার সংখ্যাগুলি হিসাব করে দিয়েছেন আমাদের ছাত্রী লক্ষ্মী বারাট্টা।

নির্বাচন বা তৈরির সময়ে কোন ভাবনা দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা বি এন শীলের তৈরি পদ্ধতির সঙ্গেও আমরা মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারব যে রাজশেখরের পরিভাষা নির্বাচন ভাবনা অন্যদের থেকে কতটা আলাদা।

কেউ কেউ মনে করেন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় যে যে পরিভাষা চলে আসে সেগুলিকে ঋণ নিলেই নতুন করে নিজস্ব পরিভাষা নিয়ে ভাবতে হয় না। বাংলা শব্দভাণ্ডার নানা সময়ে বিদেশি শব্দের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু পরিভাষা হলো ভাষার নিজস্ব সম্পদ। অর্থাৎ আমরা মনে করি বাংলা ভাষায় যদি বিদেশি পরিভাষার সমযোগ্য শব্দ তৈরি করে নিতে পারি তাহলে সেই পরিভাষাটিকে আমরা বেশি আপন করে নিতে পারবো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কাজে বেশি সহায়ক হবে। রাজশেখর বসু বলেছেন,[১০] "আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যতদিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে ততদিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।" এক্ষেত্রে তিনি আশঙ্কার কথাও শুনিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন পরিভাষা শুধু তৈরি করলেই হবে না, তার ব্যাপক প্রচলনও দরকার। কারণ ইংরাজি ভাষার প্রবল প্রতিযোগিতার সঙ্গে টিকে থাকা খুব সহজ নয়। বিশেষত বিদেশ থেকে আসা দ্রব্যের নামের বাংলা পরিভাষা তৈরি করা হলেও জনগণ বিদেশি নামের সঙ্গেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই কেউ শিক্ষা-অর্জনের সময় বাংলা পরিভাষাগুলি শিখলেও দেখা যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইংরেজির শরণাপন্ন হল। সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিভাষার প্রচলন করা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর কারণও হিসেবে রাজশেখর একটি যুক্তি দিয়েছেন[১১] তা হলো, বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কার হত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠত এবং বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংল্যাণ্ডে হয়েছে।"

পরিভাষার কতগুলি শর্ত থাকা আবশ্যক। প্রাথমিক শর্ত বস্তু বা ভাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে সেই উপযোগী কোনো শব্দ বেছে নেওয়া। তাছাড়া পরিভাষা যেন সহজ ও সাবলীল হয়, খুব খটমট উচ্চারণ যেন না হয়। প্রাথমিকভাবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে যে শব্দ নেই তার শূন্যস্থান ভরানোর জন্য প্রথমে প্রতিবেশীর নিকট আত্মীয় ভাষা থেকে ধার নেওয়া দরকার; না পেলে প্রতিবেশী ভাষার শরণাপন্ন হতে হবে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার জন্য সংস্কৃত থেকেই ধার নেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। এখানে একটি সাবধানবাণী দিয়েছেন রাজশেখর। তিনি বলেছেন[১২], "মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষা সংকলন পণ্ড হবে।" বাংলা ভাষায় পরিভাষা নির্বাচনের সময়ে কোন কোন ভাষার ভাষাগত উপদান ব্যবহার করা যেতে পারে তা তিনি একটি তালিকার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তালিকাটি[১৩] নিম্নরূপ:

ক) সাধারণ বাংলা শব্দ
খ) হিন্দী- উর্দু ফারসী আরবী শব্দ।

---

১০ আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা), ২০০১, দ্রঃ বসু, রাজশেখর, পৃ. ৪৫৫।
১১ ঐ, পৃ. ৪৫৬
১২ ঐ, পৃ. ৪৫৯
১৩ ঐ, পৃ. ৪৫৯

গ) ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ
ঘ) প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ
ঙ) মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্ন জাতীয় শব্দ

বহুভাষিক দেশ ভারতের যে কোনো ভাষায় পরিভাষা তৈরি করতে গেলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় রাখা দরকার বলে মনে করেছেন রাজশেখর। তাই তাঁর পরামর্শ সংস্কৃত থেকে ধার নিয়ে প্রথমে পরিভাষার সংস্থান করা। কারণ ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাতেই বেশিরভাগ ভারতীয় কথা বলেন এমনকি দক্ষিণভারতীয় ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে।

সাধারণ কাজকর্মে আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করি যেগুলিকে আবার বিশেষ অর্থেও[১৪] ব্যবহার করা যায়, যেমন— রক্ত, পিত্ত, তামা, সোনা, লোহা ইত্যাদি। ডাক্তার প্রেসক্রিপশানে লেখেন 'ব্লাড টেস্ট', বাংলায় 'রক্ত পরীক্ষা' লেখেন না। ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই ধরনের শব্দগুলিকে বিশেষ অর্থে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। ঠিক একই কথা বলছেন রাজশেখর বসু। তিনি বলেছেন, "লোহা তামা সোনা প্রভৃতি নাম পণ্ডিতাগমের পূর্ববর্তী তাই অখ্যাত। পণ্ডিতগণ যদি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে 'প্লাটিনাম অ্যালুমিনিয়াম' প্রভৃতি নামজাদা শব্দের পাশে স্থান দেন, তবে 'লোহা তামা সোনা'ও পরিভাষা হিসাবে গণ্য হবে"। বি এন শীল[১৫] প্রায় একইভাবে বলেছেন সহজ সাবলীল বস্তুনাম ভারতীয় ভাষায় থেকে থাকলে তা আগে গ্রহণ করতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে দর্শন, ব্যাকরণ, গণিত ইত্যাদির চর্চা হয়ে আসছে। প্রাচীন শাস্ত্রে এ রকম অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হত। সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদি শব্দগুলি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। রাজশেখর বলছেন এর সঙ্গে কলন (calculas), অবঘাতন (involution) ইত্যাদি নতুন তৈরি হওয়া শব্দগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে জটিল বস্তু নামগুলির ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দ সরাসরি গ্রহণ করার পক্ষেই মতামত দিয়েছেন। মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্টিমনি থায়োফস্ফেট-এর পরিভাষা করেছিলেন 'অন্তমনসশুল্বভাস্ফেত', যা উচ্চারণ করা কার্যত অসম্ভব। তার থেকে ইংরেজি নাম অনেক বেশি গ্রহণীয়।

পরিভাষা তৈরির সময়ে অনেক সচেতনতার প্রয়োজন হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পরিভাষা সহজ-সরল হবে যাতে তা গ্রহণ করতে কারও অসুবিধা না হয়। অনেক সময়ে এমনও দেখা যায় পরিভাষাটি মূল পরিভাষা থেকে বেশি ভালো হয়ে উঠল। যেমনড় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে ইংরেজি Map -এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে মানচিত্র। এই মানচিত্র শব্দের মধ্যে 'মান' আছে যার অর্থ পরিমাপ আর চিত্র অর্থাৎ 'a drawing on a scale'। Map শব্দটি এসেছে 'Mappa' থেকে, যার অর্থ গামছা। সুতরাং 'মানচিত্র' বেশি অর্থবহ ও বেশি ভালো। রাজশেখর বলেছেন যে ইংরাজি শব্দের অভিধা যথাযথ বজায় রাখার থেকে সংজ্ঞার্থ ঠিক রাখা বেশি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দেশি শব্দের অর্থের সংকোচ বা প্রসার ঘটলেও অসুবিধা নেই।

---

১৪ পণ্ডিতেরা যদি ঠিক করেন যে মাছ বললে কানকো ওয়ালা, আঁশ ও পাখনা যুক্ত জলজ প্রাণিকে বোঝাবে তাহলে এটা হল মাছ শব্দটির বিজ্ঞানসম্মত বিশেষ অর্থ। সেক্ষেত্রে চিংড়ি, সিঙ্গি ও মাগুরকেও মাছ বলা যাবে না। দ্রঃ রাজশেখর বসু, বাংলা পরিভাষা।

১৫ দার্শনিক স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চায় অনেক আধুনিক পরিভাষা এসেছে সেগুলির জন্য বাংলায় নতুন করে পরিভাষা নির্মাণ করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বি এন শীল প্রমুখেরা। রাজশেখর বসু সরাসরি কিছু না বললেও তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি কোনো এক লোকপ্রিয় অধ্যাপকের রচনাংশ থেকে উদ্ধৃতি[১৬] তুলে বলেছেন যে লেখক ইংরেজি শব্দ নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তাও মাতৃভাষার জাতিনাশ করেননি। কিন্তু তাঁর অভিমত হল যে জ্ঞানচর্চার যে অংশটি theoretical সেখানে সাধারণের যোগ থাকে না, জ্ঞানপিপাসুদেরই সাধারণত সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে আর তারা নতুন শব্দ শিখে নিতে পারবে। Applied বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রটি যেহেতু সবার জন্য তাই সেখানে দ্বিধাহীনভাবে ইংরেজি শব্দ মেনে নিতে হবে।

অন্যান্য পরিভাষা থেকে সরকারি পরিভাষার বিষয়টি আলাদা। ভারত বহুভাষিক দেশ এবং যেহেতু সরকারি পরিভাষা প্রশাসনিক কাজেও ব্যবহৃত হয় তাই নির্দিষ্ট কোনো একটি ভাষার পরিভাষা অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষ নাও বুঝতে পারে। ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই বহু ইংরেজি শব্দ সরকারি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাজশেখর বসু বলেছেন[১৭], "সর্বভারতীয় পরিভাষায় সমস্ত (বা অধিকাংশ) শব্দ সর্ব প্রদেশে সুবোধ্য করা অসম্ভব, যাহাতে সর্ব প্রদেশে গ্রহণযোগ্য হয় সেটাই করা উচিত।" এক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত ভাষা থেকে পরিভাষা গ্রহণ করাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি বলেছেন যে, প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে এবং সন্ধি-সমাসের সাহায্যে সংক্ষেপে পরিভাষা রচনার অসামান্য শক্তি সংস্কৃত ভাষার আছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেন কিন্তু তা করতে গেলে শুধু নিম্নপ্রাথমিক নয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাই উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক বাংলায় থাকা দরকার। পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত কোন পরিভাষা ঋণ নিতে হবে, আর কোন শব্দের পরিভাষা তৈরি করতে হবে তার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা দরকার তাই বাংলা পরিভাষা নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ ও বিশেষ করে রাজশেখর বসু এই প্রয়োজনটি বুঝতে পেরেছেন। তিনি পরিভাষা চিন্তার পথ প্রদর্শক।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ২০০১, 'বাঙলা ভাষা'(দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আঢ্য, হেমন্তকুমার, ২০১৯, 'রাজশেখর বসু', কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৯১, 'সাংস্কৃতিকী', কলকাতা: আনন্দ

পাল, পলাশ বরন, ২০১১, 'আ মরি বাংলা ভাষা', কলকাতা: অনুষ্টুপ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৪১৫, 'পরিষৎ পরিচয়', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বসু, রাজশেখর, ১৪১৮, 'চলন্তিকা', কলকাতা: এম সি সরকার

ঐ , ২০২২, প্রবন্ধ সংগ্রহ', কলকাতা: ঋত প্রকাশন

সরকার, পবিত্র, ২০১৩, 'চমস্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান', কলকাতা: পুনশ্চ

---

১৬ "রুমকর্ফ কয়েল ছাড়া আরও অনেক প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির করা যায়। রঞ্জনরশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে বা সেই পদার্থ রেডিয়ামের ন্যায় কোন ধাতুর নিকট রাখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয়।"

১৭ বসু, রাজশেখর, ২০২২: ৪১৩